আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৫৭৫

৫. সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪০) ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করা ও অলসতা বশতঃ নামাযের সময় পার করে দেয়ার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا

আরবী

(صحيح موقوف) وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ صَلاَةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفا

বাংলা

৫৭৫. (সহীহ মাওকূফ) আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি নামায পড়ে না তার ঈমান নেই। আর যে ব্যক্তি ওযু করেনি তার নামায হবে না।' (ইবনে আবদুল বার মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন।)

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَقَدْ كَفَرَ

"যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করবে, সে কুফরী করবে।"

মুহাম্মাদ বিন নসর মারওয়াযী বলেনঃ আমি ইসহাককে বলতে শুনেছিঃ নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, নামায পরিত্যাগকারী কাফের।[1] অনুরূপভাবে নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে নিয়ে সকল বিদ্বানের মত হচ্ছে বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারী কাফের।[2]

হাম্মাদ বিন যায়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি আইয়্যুব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ নামায পরিত্যাগ করা কুফরী, এতে কোন মতভেদ নেই।

---

[1] . শায়খ আলবানী বলেনঃ ছহীহ্ কোন বর্ণনায় كافر শব্দ আমি পাই নি। বরং যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছেঃ فقد كفر এই উভয় শব্দের মধ্যে বিশাল ব্যবধান আছে বিদ্বানদের নিকট।

[2] . শায়খ আলবানী বলেনঃ ইবনে আবদুল বার্ [তামহীদ গ্রন্থে] ইমাম ইসহাক থেকে একথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেনঃ ”যদি নামায পরিত্যাগকারী কাযা আদায় করতেও অস্বীকার করে এবং বলে আমি নামাযই পড়ব না তখন সে কাফের হবে।” ইসহাকের এ কথা থেকে বুঝা যায় যে নামায পরিত্যাগকারী সীমালঙ্ঘন করে ও আল্লাহর কাছে বিনয়ী হতে অহংকার প্রদর্শন করেই নামাযকে পরিত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় সে কাফের।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী বর্ণনাকারীঃ আবুদ দারদা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88446

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন